ইনকিলাব

তারিখ AUG 30 2006

ইনকিলাব : দেশবরেণ্য পীর, মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদগণ গতকাল বসেছিলেন এক মঞ্চে। তাদের দাবীও এক। এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফাজিল ও কামিলের মান প্রদানের দাবীতে তাদের মতামত অভিন্ন। পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিলের মান প্রদানের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতেও তারা সোচ্চার। এই দুই দাবীতে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদররেছীনের উদ্যোগে গতকাল আয়োজিত এক জরুরী সভায় তারা এ মতামত ব্যক্ত করেন। জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ এ সভায় বাম দিক থেকে মঞ্চে বসা মুফতী শহীদুল ইসলাম এমপি, বিচারপতি আবদুর রউফ, ছাহেব কিবলা ফুলতলী পীর হযরত আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী, জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ও সভার সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর চরমোনাই পীর ছাহেব মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম, ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যান এবং আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ফুরফুরা শরীফের ছাহেবজাদা মাওঃ আবদুল হাই সিদ্দিকী মিশকাত, মুক্তারীখোলা শাহ ছাহেব মাওলানা শাহ আহসানুজ্জামান, খেলাফত আন্দোলনের আমীর শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ ও মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান

ফাজিল কামিলের মানদানে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান : পীর মাশায়েখসহ ইসলামী নেতৃবৃন্দের ঘোষণা

রক্ত দিয়ে হলেও আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী আদায় করবো

ইনকিলাব রিপোর্ট

চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা চক্রান্তে ধ্বংসে জামায়াতে ইসলামীর প্ররোচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিলের মানদানে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত প্রস্তাব দেশের সকল প্রখ্যাত পীর-মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ একমঞ্চে উপস্থিত হয়ে সম্মিলিতভাবে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের আহ্বানে গাউছুল আজম মসজিদ কমপ্লেক্সের জমিয়াতুল মোদাররেছীন মিলনায়তনে সমবেত দেশে ইসলামের ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ এজেন্ডা বহির্ভূতভাবে তড়িঘড়ি করে মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব অনুমোদনে বিস্ময় প্রকাশ করে বজ্রকণ্ঠে সরকারকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন যে, ইসলামী জনতার বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে ইসলাম ধর্ম ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিধ্বংসের নীলনকশা প্রণয়নকারীদের স্বার্থরক্ষায় যে প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে তা বাতিল করে অবিলম্বে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অন্যথায় দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে সমুচিত জবাব দেয়া হবে। যে কোন

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন